The Country Today

DU Ranger Unit Day Camp held

DU Correspondent

On the occasion of the Dhaka University Ranger Unit Day Camp, a Mahatabu Jalsa was organized at Shamsun Nahar Hall premises on Saturday evening.

Pro-Vice Chancellor (Admin) Prof Dr. Saima Haque Bidisha, who is on routine duty as the Vice Chancellor of Dhaka University, was present as the chief guest and distributed certificates among the participants of the camp.

Dhaka University Ranger Unit President and Shamsun Nahar Hall Provost Prof Dr. Nasrin Sultana presided over the program, while Bangladesh Girl Guides Association Capital Region Regional Commissioner Rawshan Islam spoke as a special guest.

121 rangers from 5 student halls of Dhaka University participated in the initiation.

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে জাতীয় ব্রিটিশ পার্লামেন্টারি বিতর্ক প্রতিযোগিতা সমাপ্ত

আপডেট: Sunday, October 26, 2025 - 5:06 pm

জাগো জনতা অনলাইন।। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষা ও গবেষণা ইনস্টিটিউট ডিবেটিং ক্লাব (আইইআরডিসি) আয়োজিত দু'দিন ব্যাপী জাতীয় ব্রিটিশ পার্লামেন্টারি বাংলা বিতর্ক প্রতিযোগিতা শনিবার (২৫ অক্টোবর) শেষ হয়েছে।

"পেসিং টুওয়ার্ডস ইক্যুয়ালিটি" প্রতিপাদ্য নিয়ে এবার প্রতিযোগিতার পঞ্চম আসর আয়োজন করা হয়। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্যের রুটিন দায়িত্বে নিয়োজিত প্রো-ভাইস চ্যান্সেলর (প্রশাসন) অধ্যাপক ড. সায়মা হক বিদিশা সমাপনী অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন।

আইইআর ডিবেটিং ক্লাবের সভাপতি মো. রাকিব মিয়া'র সভাপতিত্বে সমাপনী অনুষ্ঠানে শিক্ষা ও গবেষণা ইনস্টিটিউটের ভারপ্রাপ্ত পরিচালক অধ্যাপক হোসনে আরা বেগম, আইইআর-এর কো-কারিকুলার কমিটির আহ্বায়ক অধ্যাপক ড. মোহাম্মদ আশরাফ সাদেক, ডাকসু'র জিএস এস এম ফরহাদ, ঢাকা ইউনিভার্সিটি ডিবেটিং সোসাইটি'র সভাপতি জুবায়ের হোসেন শাহেদ ও সাধারণ সম্পাদক রাগীব আনজুম বক্তব্য রাখেন। স্বাগত বক্তব্য দেন আইইআর ডিবেটিং ক্লাবের মডারেটর সহকারী অধ্যাপক ইফফাত নাওমী। আইইআর ডিবেটিং ক্লাবের সাধারণ সম্পাদক মো. সাইদুর রহমান অনুষ্ঠান সঞ্চালন করেন।

প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণের জন্য সারাদেশের বিভিন্ন কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ের ৮০টির বেশি বিতার্কিক দল আবেদন করে। এর মধ্যে বিতার্কিক হিসেবে অর্জনের ভিত্তিতে বাছাইকৃত সেরা ১৬টি দল প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণের সুযোগ পায়। তিন রাউন্ড ডিবেটের পর প্রি-ফাইনাল রাউন্ড শেষে সেরা চারটি দল ফাইনালে উত্তীর্ণ হয়। চূড়ান্ত পর্বে ১০০-১০০ দল বিজয়ী হয়। এই দলের প্রতিনিধিত্ব করেন ইস্ট ওয়েস্ট ইউনিভার্সিটির জাফির আনাম এবং বাংলাদেশ ইউনিভার্সিটি অফ প্রফেশনালস এর কাসফিয়া বিনতে হাসান।

উল্লেখ্য, "৫০-৫০" নামে পরিচিত এই বিতর্ক প্রতিযোগিতায় প্রতিটি পর্যায়ে নারী ও পুরুষের সমান অংশগ্রহণ ছিলো। বিচারক প্যানেল, বিতর্ক দল, ট্যাব দল, ইক্যুইটি দল এবং মোশন কমিটিসহ সব ক্ষেত্রেই সমতার এই দৃষ্টান্ত স্থাপন করা হয়।

Follow Page

সর্বশেষ সংবাদ

কক্সবাজারে বিএফইউজের সভায় সাংবাদিক সুরক্ষা নীতিমালা প্রণয়নের দাবি

জনসংখ্যা গবেষণা ও পরিকল্পনা প্রণয়নে ঢাবি ও ইউএনএফপিএ'র মধ্যে

থানচির বলিবাজারে ভয়াবহ অগ্নিকাণ্ডে ১১ দোকান পুড়ে ছাই

মানসম্মত ও টেকসই সড়ক নির্মাণে কোনো ধরনের কারচুপি সহ্য করা হবে না -

চট্টগ্রাম-১৩ আসনে মনোনয়ন ঘিরে অন্তঃকোন্দলে কে পাচ্ছে

The Country Today

National British Parliamentary Bangla Debate competition ends at DU

DU Correspondent

The two-day National British Parliamentary Bangla Debate Competition organized by the Institute of Education and Research Debating Club (IERDC) of Dhaka University concluded on Saturday,. The fifth edition of the competition was organized with the theme "Pacing Towards Equality". Prof Dr. Saima Haque Bidisha, Pro-Vice Chancellor (Admin) , who is also the routine responsibilities of the Vice Chancellor of Dhaka University, was present as the chief guest at the closing ceremony. The closing ceremony was presided over by IER Debating Club President Md. Rakib Mia, and was attended by Acting Director of the Institute of Education and Research Prof Hosne Ara Begum, President of Dhaka University Debating Society Zubair Hossain Shahed. The welcoming speech was delivered by IER Debating Club Moderator Assistant Professor Iffat Naomi. IER Debating Club General Secretary Md. Saidur Rahman conducted the program.

কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা নিয়ে ঢাবি-চীনের যৌথ কর্মসূচি

দৈনিক শিক্ষাডটকম প্রতিবেদক

প্রকাশিত: ২৬ অক্টোবর, ২০২৫ ০৯:০২ অপরাহ্ন

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের (ঢাবি) ও চীনের মধ্যে কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা নিয়ে যৌথ কর্মসূচির আলোচনা হয়েছে। ঢাবি প্রো-ভাইস চ্যান্সেলর শিক্ষা অধ্যাপক ড. মামুন আহমেদ চীন সফরে এ আলোচনা হয়।

রোববার (২৬ অক্টোবর) ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় জনসংযোগ দপ্তর থেকে প্রকাশিত এক প্রেস বিজ্ঞপ্তিতে এ তথ্য জানানো হয়।

বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়েছে, চীনের সাংহাই ইনস্টিটিউটস ফর ইন্টারন্যাশনাল স্টাডিজের প্রেসিডেন্ট-এর আমন্ত্রণে তিনি এ সফর করেন। সফরকালে তিনি চীনের সাংহাই ইনস্টিটিউটস ফর ইন্টারন্যাশনাল স্টাডিজ (এসএইচএস) আয়োজিত উচ্চশিক্ষা এবং জনস্বাস্থ্য খাত: চীন থেকে শিক্ষা ফেলোশিপ প্রোগ্রামে যোগ দেন।

সফরকালে তিনি চীনের সাংহাই ইনস্টিটিউটস ফর ইন্টারন্যাশনাল স্টাডিজের প্রেসিডেন্ট চেন ডংজিয়াং চায়না ইন্টারন্যাশনাল কমিউনিকেশনস গ্রুপের উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষ, দ্যা একাডেমিক অব কনটেম্পোরারি চায়না এন্ড ওয়ার্ল্ড স্টাডিজর ভাইস প্রেসিডেন্ট এবং টংজি বিশ্ববিদ্যালয়ের উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের সঙ্গে পৃথক পৃথক বৈঠকে মিলিত হন। এসব বৈঠকে তাঁরা পারস্পরিক স্বার্থ-সংশ্লিষ্ট বিষয়াদি নিয়ে বিশেষ করে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় এবং চীনের বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের মধ্যে যৌথ সহযোগিতামূলক শিক্ষা ও গবেষণা কার্যক্রম আরো জোরদার করার ব্যাপারে মতবিনিময় করেন। এছাড়া, ভাষা ও সংস্কৃতি, শিক্ষক-শিক্ষার্থী বিনিময় এবং জ্ঞান ও অভিজ্ঞতা বিনিময় বিষয়ে যৌথ সহযোগিতামূলক শিক্ষা এবং গবেষণা কার্যক্রম গ্রহণের ব্যাপারে তাঁরা আলোচনা করেন। চীনের সহযোগিতায় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা বিষয়ে একটি আন্তর্জাতিক সেমিনার আয়োজন এবং ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে সমুদ্রবিদ্যা গবেষণা কেন্দ্র প্রতিষ্ঠার বিষয়েও বৈঠকে আলোচনা করা হয়। প্রো-ভাইস চ্যান্সেলর শিক্ষা চীন সফরকালে শিক্ষা ও গবেষণার উন্নয়নসহ বিভিন্ন বিষয়ে চায়না সেন্ট্রাল টেলিভিশনে সাক্ষাতকার দিয়ে থাকেন।

The Country Today

Partnership agreement signed between DU, UNFPA

DU Correspondent

A new partnership agreement has been signed between Dhaka University and the United Nations Population Fund (UNFPA) to strengthen population research, development and knowledge management. The agreement was signed by Md. Shahriar Kader Siddiky, Secretary of the Economic Relations Division, and Catherine Breen Kamkong, Country Representative of UNFPA Bangladesh, at a ceremony organized at the Ministry of Finance on Sunday. Prof Abu Hasanat Mohammad Kishore Hossain, Chairman of the Department of Population Sciences, Dhaka University, was present at the event.

বাংলাদেশ প্রতিদিন

অপরাজেয় বাংলার সেই তিন মুক্তিযোদ্ধা

ছাব্বিরুল ইসলাম

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের কলাভবনের সামনে দাঁড়িয়ে আছে তিনটি দৃঢ় মূর্তি। এক নারী, দুই পুরুষ। তিনজনই যেন এক অদম্য প্রতিজ্ঞায় বলছে, 'আমরা হারিনি, হারবও না।' এটাই 'অপরাজেয় বাংলা'। বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধের প্রতীকী চিহ্ন। যা শুধু ভাস্কর্য নয়, এক জাতির সাহস ও আত্মত্যাগের গল্প।

ছয় ফুট উঁচু বেদির ওপর দাঁড়িয়ে থাকা এই ভাস্কর্যের উচ্চতা ১২ ফুট, প্রস্থ ৮ ফুট ও ব্যাস ৬ ফুট। এখানে তিনজন মুক্তিযোদ্ধার প্রতিচ্ছবি রয়েছে। এক গ্রামীণ যুবক, যার হাতে রাইফেলের বেল্ট। এটি বৃহত্তর জনগোষ্ঠীর প্রতিনিধি। এর মডেল ছিলেন আর্ট কলেজের ছাত্র ও মুক্তিযোদ্ধা বদরুল আলম বেনু। দ্বিতীয়জন হাতে থ্রি-নট-থ্রি রাইফেল, মুখে দৃঢ়তা। তার মডেল সৈয়দ হামিদ মকসুদ মুক্তিযুদ্ধে অংশ নিয়েছিলেন।

নির্মাণকাজ শুরু হয় ১৯৭৩ সালে। কিন্তু রাজনৈতিক অস্থিরতার কারণে ১৯৭৫ সালের পর কাজ বন্ধ হয়ে যায়। চার বছর পর, ১৯৭৯ সালের ১৯ জানুয়ারি পুনরায় পূর্ণোদ্যমে কাজ শুরু হয়। অবশেষে ১৯৭৯ সালের ১৬ ডিসেম্বর, মহান বিজয় দিবসের সকালে 'অপরাজেয় বাংলা' উদ্বোধন করা হয়।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীদের জন্য এটি শুধু শিল্পকর্ম নয়, বরং এক জীবন্ত অনুপ্রেরণা। বিশ্ববিদ্যালয়ে আসা প্রতিটি প্রজন্মের কাছে এই ভাস্কর্য মনে করিয়ে দেয় স্বাধীনতার চেতনা, সংগ্রামের ইতিহাস, আর অন্যায়ের বিরুদ্ধে প্রতিরোধের সাহস। ভাস্কর্যটির বেদিতে দাঁড়ানো তিন মুক্তিযোদ্ধার চোখে-মুখে যে দৃঢ়তা দেখা যায়, তা যেন গেয়ে ওঠে সমতার গান 'অন্যায় ও বৈষম্য দূর করে আমরা গড়ব ন্যায়ের বাংলাদেশ।' বর্তমানে 'অপরাজেয় বাংলা' ঢাবির

ফজলে। নারী মূর্তিটি মুক্তিযোদ্ধাদের সেবায় নিয়োজিত নারীর প্রতীক, যার মডেল ছিলেন হাসিনা আহমেদ। এই তিন প্রতিকৃতির মাধ্যমে ভাস্কর্যটি দেখিয়েছে বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ ছিল সর্বস্তরের মানুষের অংশগ্রহণে গঠিত এক ঐক্যবদ্ধ লড়াই। নারী-পুরুষ নির্বিশেষে সবাই ছিল মুক্তির সৈনিক। ১৯৭২-৭৩ সালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় ছাত্র সংসদের (ডাকসু) তৎকালীন ভিপি মুজাহিদুল ইসলাম সেলিম ও জিএস মাহবুব জামানের উদ্যোগে এ ভাস্কর্যের পরিকল্পনা নেওয়া হয়। এর নামকরণ করেন মুক্তিযোদ্ধা ও সাংবাদিক সালেহ চৌধুরী। ভাস্কর্যটি নির্মাণ করেন মুক্তিযোদ্ধা শিল্পী সৈয়দ আবদুল্লাহ খালিদ, যিনি নিজেও

অন্যতম ঐতিহ্যবাহী নিদর্শন হিসেবে পরিচিত। বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক-শিক্ষার্থীদের মানববন্ধন ও বিক্ষোভ সমাবেশের স্থান হিসেবে এ স্থানটির বিশেষ তাৎপর্য রয়েছে। বরাবরই লড়াই সংগ্রামের প্রতীক হিসেবে বিশেষ মর্যাদা এই ভাস্কর্যের। অপরাজেয় বাংলা ভাস্কর্য ছাড়া যেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় অপূর্ণ। প্রতিদিন অসংখ্য শিক্ষার্থী, গবেষক ও সাধারণ দর্শনার্থী এখানে আসেন, ছবি তোলেন, কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকেন। কারণ এ ভাস্কর্যের সামনে দাঁড়ালে স্বাধীনতার অর্থ নতুন করে মনে পড়ে যায়। 'অপরাজেয় বাংলা' কেবল পাথরে খোদাই করা তিনটি মূর্তি নয়, এটি এক জাতির স্বাধীনতার প্রতীক, অন্যায়ের বিরুদ্ধে প্রতিরোধের ঘোষণা।